একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Unbooked Essays by Satyapriya Ghosh: In the context of Subject Diversity

সত্যপ্রিয় ঘোষের অগ্রন্থিত প্রবন্ধ: বিষয়-বৈচিত্র্যের প্রেক্ষিতে

Name of the Author: **Abhijit Tirrkey**

Affiliation: **Research Scholar, Bengali Department**
Visva-Bharati, West Bengal, India

Abstract: Satyapriya Ghosh (1924-2003) was not a widely known but definitely he was a promising writer of twentieth century. He is known to many of us as the elder brother of poet Shankha Ghosh; but his recognition as a story writer, novelist, essayist, and translator becomes important to us. However, he received some positive response for his edited book 'Purbasar Katha' (1999) published by Anustup and 'Purbasa Sankalan-1' (2001) published by Paschimbanga Bangla Akademi. Ignoring the popularity, he was involved in literary creation for about 55 years (1948-2003) without being influenced by any institutional literary practice. Therefore, he developed his own style of writing. Along with stories and novels, his essays are also a sign of distinction. In this article, we will note an attempt to understand the subject-diversity of his essays which are not compiled into any books yet and to reveal the aspects of his thinking through a brief discussion.

Keywords: Satyapriya Ghosh, Twentieth Century, Uncompiled Essays, Subject-diversity

সত্যপ্রিয় ঘোষের অগ্রন্থিত প্রবন্ধ: বিষয়-বৈচিত্র্যের প্রেক্ষিতে

অভিজিৎ তিরকী

সত্যপ্রিয় ঘোষ (১৯২৪-২০০৩) বহুপ্রসবী লেখক নন। অন্তত তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা দেখে আপাতভাবে আমাদের তা মনে হতে পারে। কিন্তু তাঁর লেখালিখির সম্পূর্ণ বহর দেখে বিস্মিত হতে হয়। সত্যপ্রিয় ঘোষের মোট লেখার সংখ্যা লেখকের হাতে লেখা তালিকা অনুযায়ী ৫৬৫ টি।[১] তবে সেই তালিকায় একই রচনার পুনঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায় ভিন্ন ভিন্ন নামে।

সেক্ষেত্রে সেই লেখাগুলিকে একক বিবেচনা করে আমরা লেখকের হাতে লেখা তালিকার একটা সংশোধিত তালিকা নির্মাণ করেছি। এই সংশোধিত তালিকা অনুযায়ী সত্যপ্রিয় ঘোষের মোট লেখার সংখ্যা প্রায় ৩৮২টি। এর মধ্যে প্রাপ্ত লেখার সংখ্যা ২১৬টি ও পাওয়া যায়নি এমন লেখার সংখ্যা ১৭০ টি। এই প্রাপ্ত রচনাগুলির মধ্যে আবার গ্রন্থিত রচনার সংখ্যা প্রায় ১৮১টি; যা গল্পসমগ্র ১, গল্পসমগ্র ২, নির্বাচিতগল্প, গল্পসংগ্রহ ১, গল্পসংগ্রহ ২, উপন্যাসসমগ্র, প্রবন্ধসংকলন প্রভৃতি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। আমরা বহু অনুসন্ধানের পর তাঁর ৩৫ টি অগ্রন্থিত লেখার সন্ধান পেয়েছি। এই অগ্রন্থিত রচনার মধ্যে যেমন গল্প, প্রবন্ধ রয়েছে; তেমনই রয়েছে অনুবাদ, নাটিকা ও কবিতা। আমাদের আলোচনার বিষয় মূলত সত্যপ্রিয় ঘোষের নির্বাচিত অগ্রন্থিত প্রবন্ধসমূহ।

সত্যপ্রিয় ঘোষের মোট প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় ১৭৫ টি। এর মধ্যে ৬৯ টি প্রবন্ধ গ্রন্থিত হয়েছে ‘সাহিত্যের অধিকার’ (২০০৪), ‘মানিক সাহিত্যের যুক্তিতর্কগল্প’ (২০০৪), ও সর্বোপরি ‘প্রবন্ধসংকলন’ (২০২৪) গ্রন্থে। ৩টি রচনা তাঁর সম্পাদিত বইয়ের মুখবন্ধ। আমাদের হদিস পাওয়া ১৮টি রচনা অগ্রন্থিত। এই অগ্রন্থিত রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে পারিভাষিক অর্থে প্রবন্ধ, গ্রন্থপরিচয়, চলচ্চিত্র সমালোচনা, সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ, স্মরণিকা।

সত্যপ্রিয় ঘোষের প্রথম প্রবন্ধ ‘বিনোদিনীতে রবীন্দ্র ও কিরণময়ীতে শরৎ’ প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে Krishnanagar College Magazine-এ। যদিও এটি পাওয়া যায়নি। হদিস পাওয়া গেছে এমন প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ বিশ্ব-শান্তি আন্দোলন, যা দ্বিতীয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে জোলিও-কুরির ভাষণের অনুবাদ। এটি প্রকাশিত হয় অগ্রণী মাঘ-ফাল্গুন ১৩৫৭ অর্থাৎ ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে। তবে এই অবধি প্রাপ্ত সত্যপ্রিয় ঘোষের স্বরচিত প্রথম প্রবন্ধ ‘সোনার চেয়ে দামী’, যা প্রকাশিত হয় অগ্রণী জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯ (১৯৫২) সংখ্যায়।

আমাদের হদিস পাওয়া ‘বানানের অত্যাচার’ প্রবন্ধটি এযাবৎ প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরনো। এটি বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ ১৩৫৫ (১৯৪৮) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সুতরাং আমরা ভাবতে পারি যে প্রবন্ধ লেখালিখির প্রাথমিক পর্বে তিনি বানান বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। পিতা মণীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৯৮-১৯৮৯) ছিলেন বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ ও বানান-চিন্তক। নানাজনের স্মৃতিচারণায় গৃহশিক্ষক সত্যপ্রিয় ঘোষের বিভিন্ন গল্পে ছাত্রদের বানানবিষয়ক ভ্রান্তিদূর করা বা বানানশিক্ষার দিকটিও আমরা লক্ষ করি। এই প্রবন্ধে তিনি বানান বিষয়ে কয়েকটি দিককে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। প্রথমত, তিনি উচ্চারণ অনুযায়ী বানানের কথা উল্লেখ করেছেন এবং দ্বিত্ব বর্জনের পক্ষপাতি। দ্বিতীয়ত, ব্যবহারিক প্রয়োজনহীন বর্ণ বর্জনের কথা বলেছেন।

তৃতীয়ত, সংযুক্ত অক্ষরকে উচ্চারণ অনুযায়ী লেখার কথা বলেছেন। চতুর্থত, তৎসম শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লেখার কথা বলেছেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাঁদের বানান সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার সীমাবদ্ধতার কথাও বিবৃত করেছেন।

'চীনা বর্বরতার বিরুদ্ধে কবিকণ্ঠ' (সাহিত্যেরখবর, পৌষ১৩৬৯) ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের চিনা আগ্রাসনের পরে লেখা। এই প্রবন্ধে সত্যপ্রিয় ঘোষ কমিউনিস্ট চিনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাঙালি কবিরা যে একত্রিত হয়ে প্রতিবাদমূলক কবিতা লিখে সোচ্চার হয়েছিলেন, তা আলোচনা করেছেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অতীন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত চারটি ছোট কবিতা-পুস্তিকায় (রক্তে ভাসা মুখ, চীনের নাম বিষ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, এক জাতি এক প্রাণ) তিনি দেখিয়েছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৫), শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৯৫), সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৬৯), অতীন্দ্র মজুমদার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪-২০১৮), সিদ্ধেশ্বর সেন (১৯২৬-২০০৮) প্রমুখ আরও আঠারো জন কবির কবিতায় কীভাবে চিনের নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা ও নৈতিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে কবিদের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে তিনি চিনের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরোধিতা করেছেন ঠিকই কিন্তু তা সেইসব কমিউনিস্ট-বিরোধী বুদ্ধিজীবিদের মতো নয়—যাঁরা দেশভক্তির নামে সর্বদা কমিউনিস্টদের মুণ্ডুপাত করতে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এইসময় দেশ পত্রিকায় শিল্পীর স্বাধীনতা বিষয়ে ধারাবাহিক কলাম বের হতো। এক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ সমালোচকের মতো। এছাড়াও ভারতবর্ষকে রক্ষা করবার সংকল্পকে সামনে রেখে বিচ্ছিন্নতাবাদকে অগ্রাহ্য করে একতাই যে মূলমন্ত্র, তা প্রতিপন্ন হয়েছে।

'বাংলায় অগ্নিযুগ: মরণের গান' (কালপ্রতিমা, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪০৪/জুলাই ১৯৯৭) রচনাটি অরবিন্দ পোদ্দারের (১৯১৯-২০২১) 'বাংলায় অগ্নিযুগ: সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দিনগুলি (১৯৯৭)' গ্রন্থের আলোচনা। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের অবদান কতটা ভারতের মুক্তিসংগ্রামে, তার অন্বেষণ এই গ্রন্থ। সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই গ্রন্থ বিপ্লবী আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস নয় বরং আত্মজিজ্ঞাসার মনোভঙ্গি নিয়ে, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে বিপ্লববিষয়ক সমস্যাগুলির উপস্থাপন।

'স্মৃতিময় বাঙলাদেশ' (পরিচয়, পৌষ-মাঘ ১৩৭৮/১৯৭১) সত্যপ্রিয় ঘোষকৃত ধনঞ্জয় দাশের (১৯২৭-২০০৩) 'আমার জন্মভূমি: স্মৃতিময় বাঙলাদেশ' (১৯৭১) গ্রন্থের আলোচনা। এই গ্রন্থে স্বাধীনতার সময়কাল থেকে শুরু করে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের নয় বছরের সংগ্রামী ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। লেখকের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনও এতে ধরা পড়েছে। সাথে প্রাধান্য পেয়েছে পূর্ববঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতিগত আন্দোলনের চিত্র।

'কৃষ্ণকলি' (অগ্রণী, অগ্রহায়ণ ১৩৬৪/১৯৫৮) গৌতম গুপ্ত ছদ্মনামে সত্যপ্রিয় ঘোষকৃত গ্রন্থপরিচয়। 'কৃষ্ণকলি' সাতজন নিগ্রো কবির তেরোটি কবিতার বাংলা অনুবাদের সংকলন। অনুবাদক কুশল মিত্র ও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। রচনার প্রথমেই সত্যপ্রিয় ঘোষ অনুবাদকদের প্রাথমিক কর্তব্য স্মরণ করিয়েছেন। তা হল, যাঁদের কবিতার অনুবাদ করা হয়েছে তাঁদের পরিচয় জানানো; অর্থাৎ তাঁদের সময়কাল ও নিগ্রো সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের কী ভূমিকা রয়েছে তা উল্লেখ করা। এরপর তিনি কয়েকজন কবি সম্পর্কে

অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। তবে শেষে তিনি অনুবাদকদের সাফল্যলাভ বিষয়ে সন্দিহান। তাছাড়া বানান ভুল, ব্যাকরণগত ভুল সত্ত্বেও নিগ্রো সাহিত্য সম্পর্কে বাঙালি পাঠকের মনে উদ্দীপনা জাগানোর ক্ষেত্রে বইটির প্রশংসা করেছেন।

'জলে আর্সেনিক দূষণ: এক ছকবদ্ধ নিষ্ঠুরতা' (অমৃতলোক, মে২০০০) সাধন চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৪৪-) 'জলতিমির' উপন্যাসের আলোচনা। আলোচনার প্রথমেই তিনি সাহিত্যে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের সম্পর্কের কথা বলেছেন। তাঁর মতে সাহিত্যে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের হরিহর সম্পর্ক। তিনি বিষয়বস্তুকে জননী ও আঙ্গিককে তার সন্ততিরূপে দেখেছেন। আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুকে নদীগর্ভ ও জলধারার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের বিষয়বৈচিত্র্য যেমন বিস্তৃত তেমন আঙ্গিকও অভিনব। তাঁর মতে, 'সুখী-ভদ্রসমাজের কোপানলে ভস্মরূপে পরিণত নিরাশ্রয় প্রেতাত্মাগুলির তর্পণ ও মুক্তির জন্য মানসলোকের এই-যে নতুন বিষয়বস্তু, এই-যে নূতন গঙ্গাকে বাংলা কথাসাহিত্যের খাতে বহমান করার সাধনা, তার বিপুল বেগকে ধারণ করার জন্য সাধনের মহাদেবরূপী আঙ্গিকটিও অভিনব। চালচুলোহীন, নিরাভরণ, ভস্মমাখা'।[২]

"সত্যমূল্য দিয়েই নির্মিত উপন্যাস 'কৃষ্ণগহ্বর'" (অমৃতলোক ৯৭, কথাসাহিত্য উৎসব ২০০৩) অমর মিত্রের (১৯৫১-) 'কৃষ্ণগহ্বর' (১৯৯৮) উপন্যাসের আলোচনা। আলোচনার শুরুতেই তাঁর বক্তব্য, 'বুদ্ধিবিলাসী পাণ্ডিত্যের বর্ণালিতে পাঠকের চিত্তবিভ্রম ঘটানো ভাষায় প্রচ্ছন্ন থাকার অহমিকায় উত্তীর্ণ নন অমর মিত্র, বিশ শতকের অন্তিমলগ্নে বাংলা উপন্যাসে জটিলতম কথাগুলিও নিতান্ত সহজসুরে সহজ ভাষায় বলার আঙ্গিকটি আয়ত্ত করে ফেলা যে সম্ভব আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতো, তার এক অসাধারণ নিদর্শন ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত তাঁর কৃষ্ণগহ্বর উপন্যাসটি'।[৩] তাঁর মতে উপন্যাসের কাহিনির বয়নকর্মে সাংবাদিকতা নেই, প্রতিবেদনধর্মী স্থূল তথ্য-পরিবেশন নেই, যুক্তিতর্কবিহীন বদ্ধমূল ধারণার প্রচারধর্মীতা নেই; রয়েছে চরিত্রের রক্তমাংসেগড়া বাস্তবসত্তা, অকারণ-কবিত্ববর্জিত চরিত্রানুগ ভাষায় কাহিনির গতিবেগ।

'কবিতামেলা' (অগ্রণী, চৈত্র ১৩৬৩/১৯৫৭) শীর্ষকসংস্কৃতি-প্রসঙ্গমূলক ছোট্ট রচনায় অশোক রায় ছদ্মনামে সত্যপ্রিয় ঘোষ কবিতামেলার লক্ষ্য ও তার উৎসবসূচি বিষয়ে বিবরণ দিয়েছেন। পঞ্চাশে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজনের উদ্যোগে বাংলা কবিতাকে জনপ্রিয় করার নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। সেই কর্মসূচিতে ছিল কবিতামেলা। এর আহ্বায়ক ছিলেন মুরারি সাহা, সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দশ থেকে বারো মে'র বীন্দ্রভারতীতে অনুষ্ঠিত এই মেলায়, প্রকাশিত বুলেটিন অনুসারে, আশিজন কবির কবিতাপাঠ, দুটি কাব্যনাটিকার মঞ্চায়ন, ময়মনসিংহগীতিকা, পল্লীগীতি, সংস্কৃত নাটকের নির্বাচিত অংশের অভিনয়, মেঘদূত প্রভৃতি সঙ্গীতানুষ্ঠান ও কবিদের রেকর্ড বাজাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কবিতামেলার উদ্বোধন করেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৪-১৯৬১)। সম্বর্ধিত করা হয় বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে (১৯০৯-১৯৬৯)।[৪]

সরকারী ভাষা-কমিশনের রিপোর্ট'-এ (অগ্রণী, অগ্রহায়ণ ১৩৬৪/১৯৫৮) অশোক রায় ছদ্মনামে সত্যপ্রিয় ঘোষ মূলত তৎকালীন ভাষা-কমিশনের যে একপেশে আগ্রাসী প্রস্তাব তার উল্লেখ করে সেই সঙ্গে উক্ত ভাষা-কমিশনের অন্যতম সদস্য শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৯০-১৯৭৭) বিরুদ্ধ-প্রস্তাবকে তুলে

ধরেছেন। কমিশনের প্রস্তাবে যেখানে হিন্দিকে চরমতম মান্যতা দেওয়া হয়েছে প্রাদেশিক ভাষাগুলির ঊর্ধ্বে, তা খণ্ডন করে সুনীতিবাবু প্রাদেশিক ভাষাকে গুরুত্বদান ও ইংরেজিকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সংযোগকারী ভাষারূপে গ্রহণ করতে আগ্রহী। সত্যপ্রিয় ঘোষ ও তাঁর বন্ধুদের দ্বারা পরিচালিত সংস্কৃতি পরিষদ কমিশনের এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছে এবং মাতৃভাষা সংরক্ষণ সংঘের সাত দফা দাবির বিকল্প প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছে।

'কাবুলিওয়ালা' (অগ্রণী, মাঘ ১৩৬৩/১৯৫৭) শীর্ষক রচনা আসলে অশোক রায় ছদ্মনামে সত্যপ্রিয় ঘোষকৃত তপন সিংহের (১৯২৪-২০০৯) সিনেমা 'কাবুলিওয়ালা' (১৯৫৬)-এর সমালোচনা। 'কাবুলিওয়ালা'র জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে সত্যপ্রিয় ঘোষ বলছেন এর শিল্পবোধ নয়, বরং সেন্টিমেন্টাল আবেগপ্রবণতা, হৃদয় কেড়ে নেওয়া সুর। তাঁর মতে, এই ছবিতে, 'রবীন্দ্র-চরিত্র বারোআনাই নেই।...ছবিটিকে রবীন্দ্রচরিত্রসম্পন্ন করে তুলতে পারলে তা আবালবৃদ্ধ-বনিতার ভালো লাগত না...'[৫] ছবির পরিচালক শুধু তাঁর গল্পের কাঠামোটা নিয়েছেন। সেইসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) 'কাবুলিওয়ালা' (১৮৯২) ছোটগল্পের প্রসঙ্গও এনেছেন। তাঁর ধারণায় রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' খুব উচ্চাঙ্গের গল্প নয়। গল্পের কাহিনী বেশ দুর্বল ও অসংবদ্ধ। তবে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ভাষা ও ভাব-ব্যঞ্জনার জন্য গল্পটি মনকে নাড়া দেয়। পরবর্তীকালে সত্যপ্রিয় ঘোষ 'একটি সাক্ষাৎকারে' গল্পে খুঁটিনাটির গুরুত্ব আলোচনাপ্রসঙ্গে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ যেমন, অনুভব করতে পারতেন, প্রবলভাবে, খুব অনুভূতি ছিল, প্রবল অনুভূতি ছিল, কিন্তু খুঁটিনাটিগুলো জানতেন না। কিন্তু কাবুলিওয়ালা যে পিতা—এই অনুভূতি তাঁর এত প্রবল যে, আমিও পিতা, সে-ও পিতা, এই বিষয়টাকে গল্পের মধ্যে তিনি যেভাবে এনেছেন, অসাধারণ। কিন্তু যখন ফিল্ম করতে হল, তখন তো কাবুলিওয়ালার লাইফটা লাগল। লাইফটা তিনি জানতেনও না, লিখতেও পারতেন না। এবারে কথা হচ্ছে, সেটা তো তপন সিংহকে নিজে লিখে নিতে হয়েছে, নিজেকে ফিল্ম বানাতে অ্যাড করে নিতে হয়েছে। গল্প-লেখকের পক্ষে আমি মনে করি, ইটইজ আ বাইন্ডিং ডিউটি যে, সেগুলি তাকেই লিখতে হবে। যদি তিনি সেটা না জানেন, গল্পটা দয়া করে তিনি লিখবেন না'।[৬] পরে আবার বলছেন, 'কাবুলিওয়ালা যতই মনপ্রাণ ভরিয়ে দিক, এটা কোন স্তরের গল্প? এটাকে আমি ফার্স্ট গ্রেড স্টোরি বলি না। অথচ ভুলতে পারা যায় না কাবুলিওয়ালার ব্যাপারটা। তপন সিংহের 'কাবুলিওয়ালা' রবিঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা'র চাইতে ভালো। উনি সেলুলয়েড-এ যেটা পেরেছেন, সেটা মোর পাওয়ারফুল'।[৭]

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পাণ্ডুলিপি, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা, ১৯৮৬/প্রভাস, সহজিয়া বিশেষ সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৫) শীর্ষক স্মৃতিচারণামূলক রচনাটি সত্যপ্রিয় ঘোষ লিখেছিলেন তাঁর বন্ধু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৯২০-১৯৮৫) মৃত্যুর পর। এতদিন এই লেখাটি পাওয়া যায়নি। 'প্রবন্ধসংকলন'-এর সম্পাদক শ্রদ্ধেয় অভ্র ঘোষ 'প্রবন্ধসংকলন প্রসঙ্গে' অংশে এই বিষয়ে বলেছেন, 'দাদার বিশাল বন্ধুবৃত্তের অন্যতম ছিলেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ছোটো ছোটো কবিতার বই, যেমন তিনপাহাড়, সভা ভেঙে গেলে, ভিসা অফিসের সামনে, মহাদেবের দুয়ার এবং আরও কয়েকটি বইয়ের সমালোচনা লিখেছিলেন দাদা সাপ্তাহিক গণবার্তা-তে। সেগুলিও উদ্ধার করা যায়নি। উদ্ধার করতে পারিনি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর দাদার

লেখা একটি অসামান্য স্মৃতিলেখ। পাণ্ডুলিপি নামে এক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেটি। আশা করা যায় ধীরেসুস্থে খোঁজ করে সেগুলি উদ্ধার করা যাবে'।[৮] আমার ধারণা উক্ত স্মৃতিলেখটি আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। এই লেখায় সত্যপ্রিয় ঘোষ তাঁর বন্ধু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনকে মূল্যায়ন করেছেন সুন্দরভাবে। তিনি বলছেন, 'জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হলেও কর্মসূত্রে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ক্ষত্রিয়। জাত-যোদ্ধা। যুদ্ধ ভালবাসতেন সেইসব ক্ষমতাভোগীদের বিরুদ্ধে... কর্মে ক্ষত্রিয় হলেও বীরেন ধর্মে ছিল শূদ্র।... যিনি গোটা সাহিত্যজীবন শূদ্র জেদে ফসল ফলিয়ে গেলেন... অন্নসংস্থানের প্রয়োজনে আজীবন কবিতার বই বিক্রিতে বৈশ্য হয়েও আত্মমর্যাদাবোধে সর্বদা ছিলেন নিখাদ ব্রাহ্মণ'।[৯]

এই অগ্রন্থিত লেখার বৈচিত্র্য দেখে আমরা অনুধাবন করতে পারি তাঁর পড়াশোনার জগতের পরিসর কতটা ব্যাপৃত। অন্তত প্রবন্ধ ও গ্রন্থপরিচয়মূলক রচনা দেখে তা-ই মনে হয়। তাই শতবর্ষ পেরিয়েও তাঁর রচনা থেকে আমরা অগ্রণী চিন্তা-চেতনার মূল দিক তথা বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টির দিকগুলি আত্তীকরণ করে নিতে পারি।

তথ্যসূত্র :

১। সত্যপ্রিয় ঘোষের স্বহস্তে লিখিত নিজস্ব রচনার তালিকা (কৃতজ্ঞতা: তপস্যা ঘোষ)
২।ঘোষ সত্যপ্রিয়, 'জলে আর্সেনিক দূষণ: এক ছকবদ্ধ নিষ্ঠুরতা', অমৃতলোক, মে ২০০০,পৃষ্ঠা ২২১
৩। ঘোষ সত্যপ্রিয়, "সত্যমূল্য দিয়েই নির্মিত উপন্যাস 'কৃষ্ণগহ্বর'", অমৃতলোক, কথাসাহিত্য উৎসব ২০০৩, পৃষ্ঠা৩৭৪
৪। অনুষ্টুপ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা ১৯৮৬, পৃষ্ঠা দ/৬১
৫। ঘোষ সত্যপ্রিয়, 'কাবুলিওয়ালা', অগ্রণী, মাঘ ১৩৬৩, পৃষ্ঠা ৬৭৮
৬। ঘোষ সত্যপ্রিয়, 'একটি সাক্ষাৎকারে', প্রবন্ধসংকলন: সত্যপ্রিয় ঘোষ, সম্পাদনা অভ্র ঘোষ, বহুস্বর, প্রথম প্রকাশ : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, পৃষ্ঠা ৫৯১-৫৯২
৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৫৯৭-৫৯৮
৮। ঘোষ অভ্র, 'প্রবন্ধসংকলনপ্রসঙ্গে', প্রবন্ধসংকলন :সত্যপ্রিয় ঘোষ, সম্পাদনা অভ্রঘোষ, বহুস্বর, প্রথমপ্রকাশ : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, পৃষ্ঠা 'নয়'
৯। 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', প্রভাস, সহজিয়া বিশেষ সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৫, পৃষ্ঠা ৮৮